যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

NOV 30 2002

উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ

নানা কারণে আমাদের দেশের বহু শিশু-কিশোরের স্কুলে যাওয়া হয় না, ইহা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। স্কুলগামী এই শিশু-কিশোরদের একটি বড় অংশ আবার শিক্ষাজীবন শেষ হইবার পূর্বেই বিদ্যালয় হইতে ঝরিয়া পড়ে। ঝরিয়া পড়ার এই প্রবণতা ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের মধ্যে অনেক বেশি। তাই ছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়ার উৎসাহ বাড়ানো এবং কিছুটা আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য উপবৃত্তি চালু করিয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহা বালিকাদের স্কুলমুখী করিবার জন্য এক শুভ উদ্যোগ। কিন্তু কতিপয় দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এই মহতী পদক্ষেপকে অর্থ আত্মসাতের উপায় হিসাবে কাজে লাগাইতেছে, ইহা অত্যন্ত দুঃখজনক। যুগান্তরের খবরে প্রকাশ, চট্টগ্রামে উপবৃত্তির লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠিয়াছে। স্কুলশিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্মকর্তার যোগসাজশে বিভিন্ন স্কুলে ভুয়া ছাত্রীর নামে উপবৃত্তির টাকা উঠাইয়া সেই টাকা আত্মসাৎ করা হইতেছে। সন্দেহ করা হয় যে, গ্রামের স্কুলগুলিতে উপবৃত্তির অর্থ আত্মসাতের প্রবণতা বেশি। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড কয়েকটি স্কুলে সরেজমিন তদন্ত চালাইয়াছিল। তদন্তে অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ধরা পড়িয়াছে। এই ধরনের ঘটনা শুধু চট্টগ্রামে অথবা চট্টগ্রামের বিশেষ এলাকার কয়েকটি স্কুলে সীমাবদ্ধ ভাবিলে ভুল হইবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে উপবৃত্তির টাকা নয়-ছয় করিবার খবর ইতিমধ্যে একাধিকবার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সকল খবরের সারবস্তু হইতেছে ভুয়া ছাত্রী দেখাইয়া অর্থ আত্মসাৎ। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি যে কি পরিমাণ বাসা বাঁধিয়াছে এই সকল ঘটনা তাহারই প্রমাণ বহন করে। বহুমুখী সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে শিক্ষা খাতে প্রতি বৎসর তুলনামূলকভাবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। কিন্তু এই অর্থের একটি বড় অংশ সঠিক কাজে না লাগিয়া লোপাট হইয়া যায়, ইহাই জাতির দুর্ভাগ্য। শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং খোদ শিক্ষকগণ যদি দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া যান তাহা হইলে লজ্জায় অধোবদন হওয়া ছাড়া জাতির উপায় থাকে না। অতীতে সরকারের বহু শুভ উদ্যোগ এইভাবে লুটপাটের উৎসে পরিণত হওয়ায় ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে। হাইস্কুলের ছাত্রীদের জন্য চালু করা উপবৃত্তির ক্ষেত্রেও অনুরূপ দুঃখজনক পরিণতি ঘটুক তাহা কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাম্য হইতে পারে না। এই উপবৃত্তি চালু করা হইয়াছে শর্তসাপেক্ষে। যেই সকল ছাত্রী পরীক্ষায় অন্তত ৪০ শতাংশ অথবা তাহার বেশি নম্বর পাইবে এবং যাহারা অন্তত শতকরা ৭০ দিন স্কুলে উপস্থিত থাকিবে তাহারাই কেবল উপবৃত্তি পাইবার যোগ্য বিবেচিত হইবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাইতেছে যে, শর্ত পূরণ দূরে থাকুক অস্তিত্বহীন ছাত্রীর নামে উপবৃত্তির টাকা লোপাট করিয়া দেওয়া হইতেছে। এই ধরনের ঘটনা সকল স্কুলে ঘটিতেছে তাহা আমরা বলি না। কিন্তু কিছুসংখ্যক দুর্নীতিবাজ ব্যক্তির অপকর্মের ফলে সাধারণভাবে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হইতেছে শিক্ষক সমাজের। তাই সৎ শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভাবমূর্তি রক্ষা এবং সরকারি অর্থ আত্মসাৎ রোধের জন্য অবিলম্বে এই সকল প্রতারককে শনাক্ত করিয়া উচিত সাজার ব্যবস্থা করিতে হইবে।